স্বামী মহানন্দ পাগলের লীলা

বড় পাগল বলিয়া খ্যাতি শ্রীগোলোক।
যেকালে ভূলোক ছাড়ি গেলেন গোলোক।।
গোলোকের অঙ্গ হ'তে উঠে এক জ্যোতিঃ।
জ্যোতির সহিতে এক উঠিল শকতি।।
ধাইয়া উঠিল জ্যোতিঃ গগন মন্ডলে।
নামিতে লাগিল জ্যোতিঃ দেখিল সকলে।।
জয়পুর তারকের বাড়ী দেহত্যাগ।
এ সময় তারকের কোলে মহাভাগ।।
সবে দেখে সেই জ্যোতিঃ নিম্নগামী হয়।
দেখিতে দেখিতে জ্যোতিঃ হ'য়ে গেল লয়।।
তারক দেখিল জ্যোতিঃ পূর্বমুখ হ'ল।
নারিকেলবাড়ী গিয়া পতিত হইল।।
মহানন্দ শ্রীঅঙ্গেতে মিশিল সে জ্যোতিঃ।
'ছোট পাগল' বলিয়া হ'ল তাঁর খ্যাতি।।
সেই দিন মহানন্দ করিল শ্রবণ।
করিল গোলোকচাঁদ লীলা সম্বরণ।।
শ্রবণেতে মহানন্দ নিরানন্দ চিত।
ঠিক না করিতে পারে কি কার্য্য উচিত।।
হইল উন্মনা যেন পাগলের ন্যায়।
হইয়া বিস্মৃতি ভাব ইতি উতি ধায়।
ঘুর্ণীবায়ু মত সদা করেন ভ্রমণ।
যেখানে যেখানে পাগলের আগমন।।
ভ্রমি সব ঘরে ঘরে করেন তালাস।
খুঁজিয়া না পেয়ে ক্রমে বাড়ে হা হুতাশ।।
অবশেষে করিলেন ফুকুরা গমন।
মধুমতী নদীকূলে ঠেকিল তখন।।
পাগলের বিরহেতে দহিতেছে কায়।
নদীজল দেখে হ'ল প্রফুল্ল হৃদয়।।
জ্বালা জুড়াইতে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে।
দিল ঝাঁপ পেয়ে তাপ জল গেল সরে।।
নদী মধ্যে যত দূর হয় অগ্রসর।
জল শুষ্ক হয়ে যায়, তপ্ত কলেবর।।
দেহ হ'তে দুই পার্শ্ব আড়ে পরিসর।
দুই হাত দেড় হাত জল দূরতর।।
আছাড়িয়া করে সদা হস্ত আস্ফালন।
জলস্তম্ভ মত উর্দ্ধে ধুম্র উদগীরণ।।
হেনকালে মূর্ত্তিমন্ত হইয়া গোঁসাই।
গোলোক পাগল এসে দাঁড়ায় সে ঠাঁই।।
বলে বাপ্ ছাড় তাপ্ আমি যাই নাই।
জ্যোতিঃ হ'য়ে তোর দেহে নিয়াছিরে ঠাঁই।
এই আমি তোর দেহে করিনু প্রবেশ।
তুই রাজা হরিচাঁদ ভক্ত-রাজ্য-দেশ।।
চিরদিন তরে মম এই মনোসাধ।
কুটিনাটি কাটি দেশ করিবি আবাদ।।
পাগলে পাইয়া অগ্নি নির্বাপিত হ'ল।
পুনরায় নারিকেলবাড়ী চলে গেল।।
ভ্রমিত পাগলচাঁদ যেই যেই বাড়ী।
মহানন্দ ভ্রমে তথা লাহিড়ী লাহিড়ী।।
শালনগরের মধ্যে পালপাড়া গ্রাম।
তথায় বসতি তারাচাঁদ পাল নাম।।
ওড়াকান্দী 'ম'তো সম্প্রদায়' যত ছিল।
সবাকার নিমন্ত্রণ তথায় হইল।।
তারাচাঁদ ছোট পাগলের কাছে গিয়ে।
দিনধার্য্য ক'রে এল আনন্দিত হ'য়ে।।
শুক্লপক্ষ ত্রয়োদশী বৈশাখ মাসেতে।
দিন নির্দ্ধারিত হ'ল সাধু ভোজনেতে।।
মতুয়ার ভীড় হ'ল পাগল সঙ্গেতে।
তিনশত মতুয়া মিশিল একসাথে।।
সবে হরি হরি বলি বাহির হইল।
তারাইল বাজারে সকলে উপজিল।।
পাঁচবার খেয়াপার মতুয়া সকল।
নদীমধ্যে এপার ওপার হরিবোল।।
সেদিন বাজার পরে মেলা মিলেছিল।
গান সাঙ্গ হ'য়ে মেলা ভাঙ্গিয়া চলিল।।
একেত মেলার মাঠে ছিল গণ্ডগোল।
তার সঙ্গে মিশে গেল সুধা হরিবোল।।